সমকাল

তারিখ ... 15 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৩...

শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষমতা হারাচ্ছে পরিচালনা কমিটি

বিশেষ প্রতিনিধি

বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগ-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে আগামী এক মাসের মধ্যে 'বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন' (নন-গভর্নমেন্ট টিচার্স সিলেকশন কমিশন বা এনটিএসসি) গঠন করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ কমিশন গঠনের পর শিক্ষক বাছাই ও নির্বাচনের ক্ষমতা হারাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের জন্য সারাদেশের প্রার্থীদের নিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা নেবে সরকারি কমিশন। তিন ধাপে পরীক্ষা নিয়ে উপজেলা, জেলা ও বিভাগভিত্তিক মেধা তালিকা প্রকাশ করা হবে। কোনো প্রতিষ্ঠান শিক্ষক নিয়োগ দিতে চাইলে উপজেলাভিত্তিক মেধা তালিকায় মনোনীতদের মধ্য থেকে বেছে নিতে হবে। ওই তালিকায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষক না পাওয়া গেলে পর্যায়ক্রমে জেলা বা বিভাগীয় মেধা তালিকা থেকে শিক্ষক বাছাইয়ের সুযোগ থাকবে। এনটিএসসি পরীক্ষায় প্রতি বার পাসের কার্যকারিতা থাকবে তিন বছর। এ সময়ের মধ্যে কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি না পেলে ওই প্রার্থীকে আবারও পরীক্ষা দিতে হবে। গতকাল বুধবার সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এসব তথ্য জানান।

তিনি জানান, এনটিএসসি গঠিত হলে বর্তমানের 'বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ' (এনটিআরসিএ) বিলুপ্ত হবে। এর আগ পর্যন্ত এনটিআরসিএ নিয়োগের দায়িত্ব পালন করে যাবে। এ জন্য 'বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা ২০০৬' সংশোধন করা হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। এতে আমাদের কোনো হস্তক্ষেপ করার সুযোগ থাকবে না। কমিশন মাঠ পর্যায় থেকে শিক্ষকের চাহিদা নিয়ে শিক্ষক নির্বাচন করে দেবে। ম্যানেজিং কমিটি শিক্ষকদের নিয়োগ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষমতা

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

দেবে। কমিশন গঠনের জন্য এ-সংক্রান্ত বিধি-বিধানগুলোও সংশোধন করা হবে।' নতুন এ কমিশন সম্পর্কে মন্ত্রী আরও বলেন, 'যারা নিরপেক্ষ, দক্ষ, শিক্ষা বিষয়ে যাদের অবদান আছে তাদের নিয়েই কমিশন গঠন করা হবে। কমিশন গঠন চূড়ান্ত করতে আমরা খুব বেশি সময় নেব না। এক মাসের মধ্যে হয়তো আমরা এটি করতে পারব। এর মধ্যে অনেকের মতামতও পাব, সেগুলো বিবেচনায় নেওয়া হবে।'

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে ম্যানেজিং (পরিচালনা) কমিটির অনিয়ম, দুর্নীতির সংবাদ বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী নিজেও গতকালের সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'বর্তমানে যেভাবে শিক্ষক নিয়োগ হয়, তাতে স্বচ্ছতা থাকে না। স্বজনপ্রীতি ও আর্থিক লেনদেনও হয়। এ জায়গা থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে চাই।' বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগের জন্য শিক্ষানীতির মধ্যেও পিএসসির (পাবলিক সার্ভিস কমিশন) মতো একটি কমিশন করার সুপারিশ থাকার কথা উল্লেখ করেন নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি জানান, নতুন পদ্ধতিতে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার মাধ্যমে বছরের শুরুতেই বিভিন্ন জেলায় শিক্ষকের চাহিদা সম্পর্কে তথ্য নেওয়া হবে। তারপর উপজেলাভিত্তিক মেধা তালিকা থেকে নির্দিষ্ট অঞ্চলের মনোনীত প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। শিক্ষক নির্বাচনের পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'শিক্ষকতা পেশায় ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া, ব্যাখ্যা করার শক্তি, কথা বলার দক্ষতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লিখে পাস করলেই কেবল হবে না। এ জন্য মৌখিক পরীক্ষাও নেওয়া হবে। বলার ভঙ্গি, বোঝানোর দক্ষতা দেখতে মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হবে।'

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা সচিব নজরুল ইসলাম খান জানান, পরীক্ষার মেধা তালিকা হবে উপজেলাভিত্তিক। ওই তালিকায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষক না থাকলে পর্যায়ক্রমে জেলা ও বিভাগীয় মেধা তালিকা থেকে বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকবে। চাহিদার চেয়ে বেশি প্রার্থীকে পাস করানো হবে না। এনটিআরসির সনদধারীরাও মেধা তালিকায় থাকবেন। একবার পরীক্ষায় পাস করলে তিন বছর মেয়াদ থাকবে। এ সময়ে মধ্যে চাকরি না পেলে আবারও পরীক্ষা দিতে হবে।

দেশের ৩০ হাজার এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার গুণমান বৃদ্ধির জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষক প্রয়োজন বলে মন্তব্য করে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জানান, এনটিআরসিএর মাধ্যমে গত ১২ বছরে ১২টি পরীক্ষার মাধ্যমে মোট পাঁচ লাখ ৪০ হাজার ৩২৯ প্রার্থী পাস করেন। তাদের মধ্যে ৬৩ হাজার ৪২ জন চাকরি পেয়েছেন। বর্তমানে শিক্ষকদের প্রায় ৪০ হাজার শিক্ষকপদ শূন্য রয়েছে। উত্তীর্ণ চার লাখ ৭৭ হাজার ২৮৭ জন চাকরি পাননি। তবে মন্ত্রীর ধারণা, চাকরি না পেয়ে হয়তো অনেকেই অন্য পেশায় যুক্ত হওয়ায় এ সংখ্যা তিন লাখের কম হতে পারে।